যুগান্তর

প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসমাবেশ পণ্ড

পিইসি ও বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি

ধস্তাধস্তি, লাঠিপেটা ও ধাওয়ায় আহত ৩০ * ২ জনকে আটকের পর ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ * ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম

প্রকাশ : ২৪ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

বেতনবৈষম্য নিরসনের এক দফা দাবিতে শিক্ষকরা ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়েছেন। এর মধ্যে দাবি না মানলে তারা সমাপনী ও বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি দিয়েছেন। স্কুলে তালা লাগানোর কর্মসূচিও ঘোষণার কথা বলেছেন। ১৭ নভেম্বর ‘প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১৯’ শুরু হবে। এরপর অনুষ্ঠিত হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা। বুধবার বিকল্প স্থান দোয়েল চত্বরের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে এ কর্মসূচি ঘোষণা দেয়া হয়।

এদিকে বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মহাসমাবেশ পণ্ড হয়ে গেছে। পুলিশি বাধার মুখে বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ হয়নি। শিক্ষকরা কয়েক দফায় কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। একপর্যায়ে ধস্তাধস্তি ও ধাক্কাধাক্কি হয়। এ সময় শিক্ষক নেতাদের নাজেহাল, লাঠিপেটা এমনকি লাথি মারার ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এসব ঘটনায় ৩০ শিক্ষক আহত হয়েছেন। ২ জনকে আটক করা হলেও পরে পুলিশ তাদের ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য লাঠিপেটা ও লাথি মারার ঘটনা অস্বীকার করা হয়েছে। পরে শিক্ষকদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর এলাকায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়। সেখানেই তারা দাবি পূরণের সময় বেঁধে দেন। এছাড়া একই দাবিতে বুধবার বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক মহাজোট বিভাগীয় সমাবেশ করে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা দশম গ্রেড ও সহকারী শিক্ষকরা ১১তম গ্রেডে বেতনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য নিরসনের কথা আছে। এর আগে প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড মর্যাদা দেয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। এসব কারণে অবশ্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান শিক্ষকদের জন্য দশম গ্রেড ও সহকারী শিক্ষকদের জন্য ১২তম গ্রেডে বেতন নির্ধারণের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিনো হয়েছিল। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় সেই প্রস্তাব সম্প্রতি নাকচ করে দেয়।

এই খবর প্রকাশের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের ১৪টি সংগঠনের মোর্চা ‘বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদ’ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন শেষে বুধবার এই মহাসমাবেশ ডেকেছিল। এতে যোগ দিতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শত শত শিক্ষক ভোর থেকেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারমুখী হন। বিপরীতদিকে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও সকাল থেকে ঘেরাও করে রাখেন শহীদ মিনার। একপর্যায়ে পুলিশ সমবেত শিক্ষকদের বাঁশি বাজিয়ে ও হালকা ধাওয়া দিয়ে দোয়েল চত্বরের দিকে পাঠিয়ে দেন।

শিক্ষক নেতা শামসুদ্দীন মাসুদ যুগান্তরকে বলেন, দোয়েল চত্বরে গেলে পুলিশ ৩০ মিনিটের মধ্যে সমাবেশ শেষ করার নির্দেশ দেয়। শিক্ষকরা নিরাপত্তা ও শান্তিশৃঙ্খলার স্বার্থে কর্মসূচি ঘোষণা করে সমাবেশ শেষ করেন। কিন্তু তারা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। এর মধ্যে গাবতলীসহ রাজধানীর বিভিন্ন প্রবেশমুখে আটকেপড়া শিক্ষকবাহী বাস এসে পৌঁছায় শহীদ মিনার এলাকায়। এত শিক্ষকের ঢল থামাতে পারেনি পুলিশ। এ অবস্থায় বেলা ১১টার দিকে শিক্ষকরা শহীদ মিনারে প্রবেশে ফের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। তখন পুলিশের সঙ্গে শিক্ষকদের ধাক্কাধাক্কি হয়। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কিছু শিক্ষককে লাথি মারে। শিক্ষক নেতারা নাজেহাল হন। ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক আতিকুল ইসলামকে পুলিশ আটক করে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায়। মাসুদ রানা নামে আরও এক শিক্ষককে আটক করা হয়েছিল। পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, পরের দফায় কিছু শিক্ষক জোর করে শহীদ মিনারে ঢুকতে গেলে পুলিশ ধাওয়া দেয়। ধাওয়া খেয়ে দোয়েল চত্বরের দিকে চলে যান তারা। সেখানে রাস্তায় অবস্থান নেন। তখন পুলিশ তাদের সেখানে গিয়ে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ করে। এভাবে কয়েক দফায় ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি, লাঠিচার্জ ও ধাওয়ায় প্রায় ৩০ শিক্ষক আহত হন বলে দাবি করেন নেতারা। তাদের মধ্যে ৪ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শিক্ষক নেতা শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এপিএস আতিকুর রহমান রুবেল শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন শহীদ মিনারে। কিন্তু তাকে কথা বলার সুযোগও দেননি। তার সামনেই পুলিশ অ্যাকশনে যায়। পরে অবশ্য ১০ জনের একটি তালিকা এপিএসকে দেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের দাবির বিষয়টি জানাতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় ওই ১০ জনকে নিয়ে যাওয়া হবে বলে এপিএস আশ্বাস দিয়েছেন।

দোয়েল চত্বরে সমাবেশে বক্তৃতা করেন ঐক্য পরিষদের নেতা আনোয়ারুল হক তোতা, আবদুল্লাহ সরকার, মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ, আবুল কাশেম, রবিউল হাসান, কামরুল ইসলাম, সাবেরা বেগম, শিবাজী বিশ্বাস, রোজেল সাজু, আবদুল খালেক, ওমর খৈয়াম বাগদাদী রুমী প্রমুখ। ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক আনিছুর রহমান ও প্রধান মুখপাত্র বদরুল আলম নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

পুলিশের লাঠিচার্জ ও শিক্ষকদের লাথি দেয়া প্রসঙ্গে শাহবাগ থানার ওসি আবুল হাসান বলেন, শিক্ষকদের লাথি দূরের কথা, লাঠিচার্জও করা যায় না। বাঁশি বাজিয়ে তাদেরকে শহীদ মিনার এলাকা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।